



রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে ৫৫ বছর বা তদূর্ধ্ব
বয়সী মানুষদের টিকা সম্পর্কে ধারণা

বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়

বর্ষাকাল এবং ঘূর্ণিঝড় নিয়ে চলমান রোহিঙ্গা উদ্ব্বেগ

সূত্র: জানুয়ারি ২০১৮ থেকে, বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন বিভিন্ন সংস্কার দ্বারা সংগৃহীত কমিউনিটি ফিডব্যাক অ্যান্ড রেসপন্স মেকানিজম (সিএফআরএম) এবং বিভিন্ন ক্যাম্পে সংগঠিত লিসেনিং গ্রুপ ডিসকাশন থেকে প্রাপ্ত কমিউনিটি ফিডব্যাকগুলো একত্রিত করেছে। গত বছর (জুলাই ২০২০) 'যা জানা জরুরি'র ইস্যু ৪১-এ প্রকাশিত তথ্য বিশ্লেষণে বর্ষাকালে শেল্টার নিয়ে রোহিঙ্গা কমিউনিটির উদ্ব্বেগ লক্ষ্য করা গেছে। আরও সাম্প্রতিক তথ্যে দেখা গেছে এই উদ্ব্বেগ নারীদের মধ্যে আশঙ্কাজনক (২০২১ সালের জানুয়ারি-জুন পর্যন্ত প্রাপ্ত ফিডব্যাক, বেইজ - ২৫,২৪৩)। নারীদের উদ্ব্বেগকে আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য, বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন ২১-২২ জুন এবং ২৬ জুলাই তারিখে ২২ ও ২৬ নং (অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে) ক্যাম্পে বসবাসকারী ১২ জন (বয়স ১৮-৪০) এবং পঞ্চাশোর্ধ দুইজন নারীর টেলিফোন সাক্ষাৎকার নিয়েছে।

যা জানা জরুরি

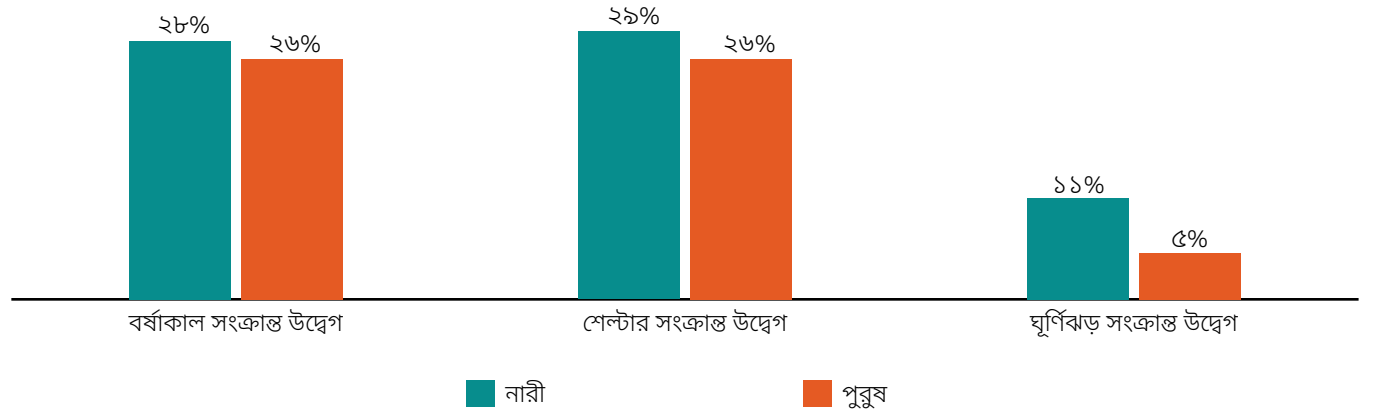
রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার
ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ৫৪ x শনিবার, ২১ আগস্ট ২০২১

জানুয়ারি থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত সংগৃহীত কমিউনিটি ফিডব্যাকে যে ব্যাপারটি গুরুতর হয়ে উঠেছে তা হলো রোহিঙ্গা কমিউনিটি আবারও, আসন্ন বর্ষা মৌসুমের বিষয়ে উদ্ব্বেগ প্রকাশ করছে (ডকুমেন্টেশন এবং সাইট সম্পর্কিত উদ্ব্বেগের পুনরাবৃত্তি ছাড়াও)। এই উদ্ব্বেগগুলো আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছে - ২৬ থেকে ২৯শে জুলাই পর্যন্ত তিনদিনের একটানা বর্ষণে, কক্সবাজারের ক্যাম্প আকস্মিক বন্যা এবং ভূমিধসের প্রভাব ১২,০০০ এরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। আনুমানিক ২,৫০০ শেল্টার ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে।

যেখানে পুরুষেরা সুরক্ষা প্রাচীর এবং ভূমিধসের সম্ভাবনা সম্পর্কিত উদ্ব্বেগ প্রকাশ করেছেন, তখন নারীরা পুরুষদের তুলনায় প্রায় তিনগুণ বেশি উদ্ব্বেগ প্রকাশ করেছেন বর্ষা মৌসুমে শেল্টার সংক্রান্ত আশঙ্কাসমূহ, যেমন - শেল্টার মজবুত করার জন্য সুরক্ষা প্রাচীরের প্রয়োজনীয়তা; ভূমিধসের সম্ভাবনা; শেল্টার মেরামতে সহযোগিতা ও সহায়তার বিষয়ে; এবং রাস্তা ও সিঁড়ির খারাপ অবস্থা সম্পর্কে।

বৃষ্টিপাত ও ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত উদ্ব্বেগ



দ্রষ্টব্য: ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত উদ্ব্বেগের কথা উল্লেখ করেছেন ২৮% নারী, যার মধ্যে এক তৃতীয়াংশ শেল্টার সংক্রান্ত সমস্যা উত্থাপন করেছেন, অন্য ১১% নারী ঘূর্ণিঝড়ের প্রস্তুতির কথা বলেছেন।

তিন বছর বা তারও বেশি সময় ধরে ক্যাম্পে বসবাস করছেন বলে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ঘূর্ণিঝড়ের প্রস্তুতির জন্য সতর্কতা হিসেবে তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন আছেন। সাক্ষাৎকারদাতারা শুকনো খাবার সংরক্ষণ এবং পলিব্যাগে ম্যাচ ও পরিচয়পত্র রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছেন। তাছাড়াও, তারা জানেন যে ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত মানে শিশু এবং বয়স্কদের অবশ্যই ঘরে ফিরে আসতে হবে। এই বর্ষা এবং ঘূর্ণিঝড় মৌসুমে শেল্টার, সাইট সংক্রান্ত বিষয়গুলোর পাশাপাশি তারা স্বাস্থ্যসেবা সীমিত থাকার ব্যাপারে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ পেলেও, পূর্বপ্রস্তুতি সম্পর্কে কম উল্লেখ করেছেন।

নারীরা তাদের ঘরের অবস্থা সুদৃঢ়/ উন্নত করতে শেল্টার উপকরণ চান

রোহিঙ্গা কমিউনিটির মানুষ জানিয়েছেন তাদের ঘরগুলোর সঙিন অবস্থার দরুণ ঝড়, ভারী বৃষ্টি এবং ভূমিধসের কারণে সেগুলো সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে তারা ভয়ে আছেন। সাক্ষাৎকারদাতারা জানিয়েছেন, তারা ক্যাম্পে আসার পরপরই শেল্টারগুলো তৈরি হয়েছে এবং এই ক'বছরে সেগুলোর যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে। তারা নির্দিষ্ট কিছু সমস্যা, যেমন – বাঁশের ক্ষয়ক্ষতি, পিলারের ক্ষতি এবং ত্রিপলের ফুটো হওয়ার মতো বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। আগের বর্ষাকালগুলোতেও অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে এবং তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন আরও ভারী বৃষ্টিতে শেল্টারগুলো বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে। (উত্তরদাতাদের পূর্বানুমান অনুসারে, এটি ঘটেছে।)

“ঘূর্ণিঝড়/তুফানের (ঝড়) হলে সবসময়ই আমরা আমাদের শেল্টার ভেঙ্গে পড়ার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকি।”

– রোহিঙ্গা নারী (৩১), ক্যাম্প ২২

সাক্ষাৎকারদাতারা উল্লেখ করেছেন যে কিছু শেল্টার তাদের অবস্থান পাহাড়ের ঢালে, উপরে বা নিচে হওয়ায় বিশেষভাবে ঝুঁকির মুখে আছে। এছাড়াও, ভূমিধস, দমকা হাওয়া এবং সংকীর্ণ/আবদ্ধ হয়ে পড়া নালাগুলো দিয়ে সঠিকভাবে প্রবাহিত হতে না পারা উপচে পড়া বৃষ্টির পানি, শেল্টারগুলোকে ভাসিয়ে নিতে পারে বলে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

বেশিরভাগ মানুষ এনজিও'র সহায়তা পায়নি এবং মেরামতের সামর্থ্য রাখেন না – বয়স্ক মানুষ এবং বিধবাদের জন্য একটি বিশেষ উদ্বেগ

সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন, আসন্ন ঘূর্ণিঝড়ের আগে তাদের শেল্টারগুলো মেরামতের প্রয়োজন। যদিও, তহবিলের অভাবে খুব কম লোকই নিজেরা এই মেরামতের কাজ করতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যরা রিপোর্ট করেছেন যে বিধবা এবং বয়স্কদের শেল্টার মেরামতের উদ্দেশ্যে কমিউনিটির মানুষ, কোনো এনজিওর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, নিজেদের মধ্যে অর্থ সংগ্রহ করেই তহবিল গড়ে তুলেছে।

“যারা বিধবা, তারা মাঝে মাঝে নিজেদের ত্রাণ সামগ্রী বিক্রি করে অথবা অন্যান্য লোকেরা বিধবাদের শেল্টার মেরামত করতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে।”

– রোহিঙ্গা নারী (২৬), ক্যাম্প ২৬

“বয়স্ক ব্যক্তিদের ভয় – ক্যাম্পে তুফান এলে তারা কী করবে?”

– রোহিঙ্গা নারী (৩১), ক্যাম্প ২২

সাক্ষাৎকারদাতারা বলেছেন, এনজিও কর্মীদের কাছে শেল্টার সংক্রান্ত সমস্যাগুলো উত্থাপন করা হলেও, কোনো সমাধান পাওয়া যায় নি। যেমনটা আগেও বলা হয়েছে, তারা নিজস্ব শেল্টার মেরামত এবং একে অপরকে সাহায্য করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন, কিন্তু তাদের কাছে উপকরণ কেনার মতো পর্যাপ্ত অর্থ নেই। কেউ কেউ বলেছেন যে গত বছর সরকার এবং/অথবা এনজিও'র পক্ষ হতে পূর্ব-প্রস্তুতিমূলক সহায়তা প্রদান করা হয়েছিল, কিন্তু এই বছর, কোভিড-১৯ এর কারণে, এনজিও কর্মীদের কোন প্রস্তুতিমূলক উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি।

“কোভিড-১৯ এর কারণে, এনজিও কর্মীরা আমাদের শেল্টারগুলো মেরামতের জন্য ক্যাম্পে আসতে পারছেন না।”

– রোহিঙ্গা নারী (৩১), ক্যাম্প ২২

সাক্ষাৎকারে অংশ নেয়া মানুষ বলেছেন, তারা স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র যাওয়ার সময় ডাক্তার এবং নার্সদের কাছেও নিজেদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তাদেরকে এনজিও কর্মীদের কাছে যেতে বলা হয়েছে। এছাড়াও, এই সমস্যাগুলো তারা মাঝিদের (স্থানীয় কমিউনিটি নেতা) সামনেও উত্থাপন করেছেন।

রাস্তা, টয়লেট এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থা বিষয়ক উদ্বেগ

সাইট ব্যবস্থাপনা নিয়েও সাক্ষাৎকারদাতাগণ তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, যেহেতু রাস্তাগুলো ইটের তৈরি নয়, বৃষ্টি হলেই সেগুলো কাঁদা হয়ে যায় এবং ক্যাম্পে চলাচল কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে, ঘূর্ণিঝড়ের সময় নিরাপদ আশ্রয় খোঁজার প্রয়োজন হবে এমন বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য এটি আরও দুর্বিশ্ব হতে পারে। তাই তারা মনে করেন, ক্যাম্পের সব রাস্তাই ইট ও সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করা উচিত। সাক্ষাৎকারদাতারা আসন্ন বর্ষা মৌসুমের প্রস্তুতি হিসেবে টয়লেটের ছাদ ও দেয়াল, ড্রেন, সুরক্ষা প্রাচীর এবং চলাচলের সিঁড়িগুলো মেরামতের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেছেন।

“রাস্তাগুলো (ক্যাম্পের) যেহেতু ইটের তৈরি নয়, তাই ঝড় হলেই কদমাক্ত হয়ে যায় এবং এই কারণে আমরা সহজেই অন্য জায়গায় যেতে পারি না।”

– রোহিঙ্গা নারী (২৬), ক্যাম্প ২৬

“ঝড় এলেই আমাদের টয়লেটগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কারণ সেগুলো টিন এবং প্লাস্টিকের তৈরি।”

– রোহিঙ্গা নারী (৩২), ক্যাম্প ২২

সাক্ষাৎকারদাতারা ঘূর্ণিঝড়ের সময় বিদ্যুতের খুঁটি (খাম্বা) ভেঙে পড়ার বিষয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

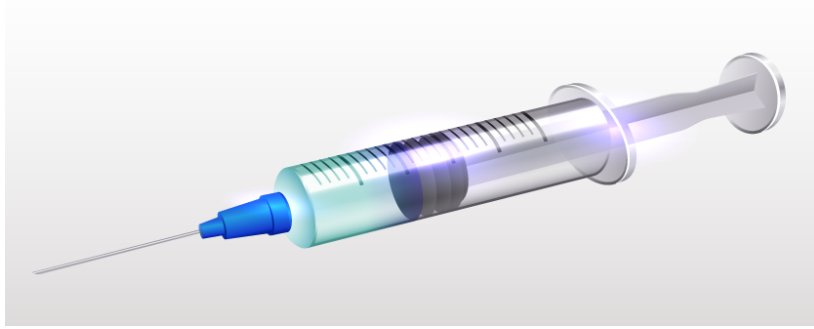
“যখন ক্যাম্পে ঝড় শুরু হবে, হাসপাতাল খোলা থাকবে কী থাকবে না, গাছ, বৈদ্যুতিক খুঁটি বা টয়লেটের চাল আমাদের উপর পড়বে কিনা কিংবা পাহাড় ভেঙে আমাদের শেল্টারগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে কিনা আমরা তা নিয়ে ভয়ে আছি।”

– রোহিঙ্গা নারী (৩২), ক্যাম্প ২২

কদমাক্ত রাস্তা ও সিঁড়ির মতো সাইট সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর কারণে, মানুষ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরিষেবাগুলো পেতে অসুবিধার মুখে পড়ছে বলে সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীরা তাদের মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ রিপোর্ট করেছেন যে তাদের ব্লকের ভলান্টিয়াররা, গর্ভবতী নারী এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে সাহায্য করে থাকে এবং এই ব্যবস্থাটি চালু থাকা তাদের জন্য খুব জরুরি।

“রাস্তাগুলোর অবস্থা ভালো নয় বিধায় ঘূর্ণিঝড়ের সময় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাছাড়া, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বন্ধও থাকতে পারে, আর খোলা থাকলেও ব্যাপারটা কষ্টকর হবে, কারণ আমাদের লাইনে অপেক্ষা করতে হয়।”

– রোহিঙ্গা নারী (৩২), ক্যাম্প ২২



রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে ৫৫ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সী মানুষদের টিকা সম্পর্কে ধারণা

সূত্র: ক্যাম্পের বাসিন্দাদের টিকা সম্পর্কিত বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি ও তথ্যের চাহিদা বোঝার উদ্দেশ্যে ট্রান্সলেটর উইদাউট বর্ডারস (টিডব্লিউবি) টেলিফোনে ১পঃ, ২পঃ, ৩, ৪, ৫ এবং ২৫ নম্বর ক্যাম্পে বসবাসকারী ৯ জন মহিলা, ৫ জন পুরুষ এবং ৪ জন ইমামের সাক্ষাতকার নিয়েছিল। ২০২১ সালের আগস্ট মাসের শুরুর দিকে সাক্ষাতকারগুলো নেওয়া হয়।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ৫৫ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সীরা প্রথমে কোভিড-১৯ এর টিকা পাবেন। টিকা সম্পর্কে ক্যাম্পের বয়স্ক মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে টিডব্লিউবি ৫৫ থেকে ৭৫ বছর বয়সী বাসিন্দাদের একটি ছোট দলের সাথে কথা বলেছিল। ইমামগণ সম্প্রদায়ে তথ্যের বিশ্বস্ত উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তাই টিকা সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চার জন ইমামের সাক্ষাতকার নেওয়া হয়েছিল। সাক্ষাতকারগুলো থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে ক্যাম্পের এই বয়সের বেশিরভাগ বাসিন্দাই টিকা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক। তবে ক্যাম্পে টিকা প্রদান চালু হলে তা সম্পর্কে আরও অনেক তথ্যের দরকার আছে। এছাড়াও, টিকা কিভাবে কাজ করে, এবং বাসিন্দাদের নিজেদের ও প্রিয়জনদের ঝুঁকি সম্পর্কেও সাধারণ তথ্য এবং শিক্ষার প্রয়োজন। ইমামদের মধ্যে টিকার প্রতি বেশ সমর্থন দেখা গেলেও টিকার প্রচারণার জন্য তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব রয়েছে।

ভাইরাস ছড়িয়ে পড়া নিয়ে রোহিঙ্গাদের উপলব্ধি তাদের কোভিড-১৯ প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপকে প্রভাবিত করে

অল্প কয়েকজন করোনোভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধের নির্দেশনা মেনে চলা অথবা আল্লাহর উপর বিশ্বাসের কারণে কোভিড-১৯ নিয়ে চিন্তিত না হলেও বেশিরভাগ উত্তরদাতাই ভাইরাসটি নিয়ে ক্রমাগত উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তবে সকল উত্তরদাতাই কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে মাস্ক পরা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, এবং নিয়মিত হাত ধোয়া ও ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করার কথা বলেছেন। স্বাস্থ্যবিধি (হাত ধোয়া এবং ঘর পরিষ্কার করা) প্রতি মনোযোগ সম্ভবত ভাইরাস সম্পর্কে রোহিঙ্গাদের ধারণার সাথে সম্পর্কিত। রোহিঙ্গাদের ভাষায় ভাইরাস হল ফুক (পোকা), যা বিস্তৃত অর্থে ব্যাকটেরিয়া, জীবাণু এবং কৃমি (যেমন অস্ত্রের কৃমি) বোঝায়। কেউ ময়লা (হাছারা) বা আবর্জনা (ফুরারি) স্পর্শ করলে বা শ্বাসের সাথে গ্রহণ করলে ফুক থেকে রোগ (বিয়ারাম) হয় বলে মনে করা হয়। কোভিড-১৯-কে এক ধরনের ফুক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাই এর সংক্রমণ এড়াতে পরিষ্কার থাকা এবং স্বাস্থ্যবিধি ভালভাবে মেনে চলা গুরুত্বপূর্ণ।

“আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি, যেমন প্রায়ই হাত ধুই এবং ঘর ও পরিবেশ পরিষ্কার রাখি।”

— রোহিঙ্গা নারী (৬৫), ক্যাম্প ২পঃ

“আমরা ঘন ঘন সাবান দিয়ে হাত ধুই, বাইরে গেলে মাস্ক পরি, বেশি মানুষের ভিড় এড়িয়ে চলি এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি। আমরা আমাদের বাড়িতে এগুলো অনুসরণ করি।”

— রোহিঙ্গা পুরুষ (৭৫), ক্যাম্প ৫

মানুষ বিশ্বাস করে যে টিকা নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, তবে টিকা সম্পর্কে আরও শিক্ষার প্রয়োজন আছে

সম্প্রদায়ের চৌদ্দজন সদস্যদের মধ্যে ১৩ জন এবং ৪ জন ইমামই বিশ্বাস করেন যে টিকা নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু টিকাগুলো কিভাবে কাজ করে তা নিয়ে বেশিরভাগ মানুষই বিভ্রান্ত। উত্তরদাতারা পূর্বের বিভিন্ন টিকা নিয়ে নিরপেক্ষ বা ইতিবাচক কথা বলেছেন, তবে কেউ কেউ ভয় করেন যে টিকা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। বেশিরভাগ উত্তরদাতাই বলেছেন তাঁরা টিকা সম্পর্কে জানেন, তবে তাঁদের বিবরণ ইঙ্গিত দেয় যে টিকা কী কাজ করে তা নিয়ে বিভ্রান্তি আছে।

সকল উত্তরদাতা মনে করেন যে টিকা মানুষকে সুস্থ রাখে এবং রোগবালাই থেকে মুক্ত রাখে, তবে সামগ্রিকভাবে টিকাকে একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে না দেখে এক ধরনের চিকিৎসা হিসেবে দেখা হয়। তিনজন টিকা কী বলতে পারেননি, অন্য তিনজন টিকাকে 'ইনজেকশনের' প্রতিশব্দ মনে করেন, বাকিরা ভাবেন যে টিকা এমন একটি জিনিস যা শরীরের জীবাণু বা রোগকে মেরে ফেলে। কেউ কেউ টিকাকে বিশেষ অবস্থায় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে না দেখে সাধারণত রোগবালাই থেকে সুরক্ষার মাধ্যম হিসেবেও দেখেন, এবং অনেক উত্তরদাতা মনে করেন যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টিকা শুধুমাত্র শিশুদের জন্য প্রযোজ্য।

“টিকা হল এক ধরনের ইনজেকশন যা সাধারণত আমাদের দেহের রোগজীবাণু ধ্বংস করতে এবং আমাদেরকে নিরাপদ রাখতে দেওয়া হয়।”

— রোহিঙ্গা পুরুষ (৭০), ক্যাম্প ৫

“আপনি যখন টিকা নেন তখন এটা আপনার শরীরের ভাইরাসকে ধ্বংস করে।”

— ইমাম (৩২), ক্যাম্প ৪

মানুষ কোভিড-১৯ এর টিকা দেওয়ার উদ্দেশ্য বোঝা এবং তারা টিকা নিতে চায়

টিকা কী করে তা নিয়ে বিভ্রান্তি থাকলেও উত্তরদাতারা এটা বোঝেন যে সম্প্রদায়কে সুরক্ষিত রাখা এবং তাদের মাঝে কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পরা রোধ করাই কোভিড-১৯ টিকার উদ্দেশ্য। যখন জানতে চাওয়া হয় যে তাদের জন্য টিকার ব্যবস্থা করা হলে তারা গ্রহণ করবেন কিনা, ৪ জন ইমাম এবং সম্প্রদায়ের ১৪ জন সদস্যের মধ্যে ১৩ জন বলেছেন যে তারা টিকা গ্রহণ করবেন। সাক্ষাতকারে সম্প্রদায়ের ১৪ জন সদস্যের মধ্যে ১১ জন বলেছেন তারা বিশ্বাস করেন যে টিকা নিরাপদ। একজন ব্যক্তি যিনি টিকা নিতে চান না, তিনি বিশ্বাস করেন যে একমাত্র আল্লাহ-ই মানুষকে রোগ থেকে সুরক্ষা দিতে এবং সুস্থ করে তুলতে পারেন।

“ এই টিকার উদ্দেশ্য হল মানুষকে হাঁপানি এবং করোনাভাইরাস থেকে রক্ষা করা। ”

— রোহিঙ্গা নারী (৬৫), ক্যাম্প ৫

“ একমাত্র আল্লাহ-ই যে কোনো রোগবলাই থেকে আমাদেরকে সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারেন। ”

— রোহিঙ্গা নারী (৬০), ক্যাম্প ২পূর্ব

টিকা সম্পর্কে মানুষের তথ্য দরকার, বিশেষ করে যখন তারা এটি গ্রহণের জন্য যোগ্য হবেন

শুধুমাত্র দুইজন উত্তরদাতা (একজন সম্প্রদায়ের সদস্য এবং একজন ইমাম) জানিয়েছেন যে তাঁরা কখন কোভিড-১৯ টিকার জন্য যোগ্য হবেন সে সম্পর্কে তথ্য পেয়েছেন। সম্প্রদায়ের সদস্যরা শুনেছেন যে টিকা প্রয়োগ করতে এনজিও স্বেচ্ছাসেবীরা তাঁদের বাড়িতে আসবেন, কিন্তু কখন আসবেন তা তাঁরা জানেন না। ওই ইমাম শুনেছেন যে এনজিওগুলো লাউডস্পিকারের মাধ্যমে টিকা প্রদানের তথ্য জানাবে। কোনও উত্তরদাতার জানেন না কারা প্রথমে টিকা পাবেন। সাক্ষাতকার নেওয়ার সময় সম্প্রদায়ের ১৪ জন সদস্যদের মাঝে ৫ জন বলেছিলেন যে কোভিড-১৯ এর টিকা নিয়ে তাঁদের উদ্বেগ রয়েছে। মূলত তথ্যের ঘাটতি থেকেই এসব আশংকার উৎপত্তি। কখন টিকা পাবে, কারা টিকা গ্রহণের যোগ্য (বিশেষ করে শিশুরা যোগ্য কিনা), কাদেরকে প্রথমে টিকা দেওয়া হবে, এটা কতটা নিরাপদ এবং বিশেষ করে এটা কিভাবে কাজ করে — মানুষ এসব তথ্য জানতে চায়।

“ আমি জানতে চাই এই টিকা কিভাবে মানবদেহে কাজ করবে এবং এটা কতটা কার্যকর। ”

— রোহিঙ্গা নারী (৬৫), ক্যাম্প ৫

“ আমরা শুনেছি যে আমরা টিকা পাব কিন্তু কখন ও কিভাবে পাব তা আমরা এখনও জানি না। ”

— রোহিঙ্গা নারী (৫৫), ক্যাম্প ১পশ্চিম

ইমামগণ সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে টিকা নিতে উৎসাহিত করবেন, তবে টিকা সম্পর্কে আরও তথ্য দরকার

সাক্ষাতকারদাতাদের মতে কিছু ইমামদের কাছে কোভিড-১৯ টিকার অগ্রগতি এবং ইউরোপ ও অন্যান্য অঞ্চলে টিকাদান কর্মসূচির তথ্য আছে, তাঁরা মূলত পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে এসব তথ্য পান। চারজন ইমামের মধ্যে ৩ জন জানিয়েছেন টিকা সম্পর্কে তথ্যের জন্য সম্প্রদায়ের সদস্যরা তাঁদের সাথে যোগাযোগ করেছে এবং তারা তাদেরকে খুতবা বা সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যমে তাদের কাছে থাকা সীমিত তথ্য জানিয়েছেন। চারজন ইমামই বলেছেন তারা বিশ্বাস করেন যে টিকাটি নিরাপদ এবং তারা সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে এটি নিতে উৎসাহিত করবেন।

ইমামদের প্রদত্ত তথ্যের উপর বিশ্বাস বেশি: ২০১৮ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে গবেষণায় অংশ নেওয়া ক্যাম্পের বাসিন্দাদের সকলেই ইমামদেরকে বিশ্বাস করেন। টিকার জন্য ইমামদের সমর্থন এবং সম্প্রদায়ে তাদের গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রভাব বিবেচনায় টিকাদান কর্মসূচী জোরালো করতে তাদের মূল ভূমিকা পালনের সম্ভাবনা রয়েছে। এনজিও এবং সিআইসি-গণ উভয়ই তথ্যের অত্যন্ত বিশ্বস্ত উৎস এবং কোভিড-১৯ টিকার তথ্য প্রদানে কার্যকর হতে পারে। টিডব্লিউবি এবং অন্য অনেক সংস্থার অসংখ্য গবেষণায় দেখা গেছে যে, সামনাসামনি অথবা লাউডস্পিকার বা মাইকিং হলো ক্যাম্পের বাসিন্দাদের তথ্য প্রাপ্তির পছন্দের মাধ্যম।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

বর্তমানে এই কর্মকাণ্ডটি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থায়নে এবং ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটির সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে। ইইউ হিউম্যানিটারিয়ান এইড এর অর্থায়নে এতে আরও সহায়তা করছে এসিএফ।

‘যা জানা জরুরি’ সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।